রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

নারীদের পথনির্দেশিকা

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান
অনূদিত

সোজলার পাবলিকেশন

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত	From The Risale-i Nur Collection
নারীদের পথনির্দেশিকা	**A Guide For Woman**
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী	**Bediuzzaman Said Nursi**
অনুবাদক :	Translated by :
মুফতি ফয়জুল্লাহ আমান	Mufti Faizullah Aman
প্রকাশনায় :	**Published by :**
সোজলার পাবলিকেশন	Sozler Publication
ফোন : ০১৭৬৭৮২২০৬৪	Phone : 01767822064
প্রকাশকাল :	**Published :**
জানুয়ারি ২০২৩	January 2023

ISBN : 978-984-96873-8-2

মূল্য :	**Price** :
১৮৫.০০ টাকা মাত্র	185.00 Tk.,

e-mail : sozlerpublicationbd@gmail.com
Fb : www.facebook.com/sozlerpublication

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি | Waft Life

অনুবাদকের আরজ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তুরস্ক, যা প্রায় ছয়শো বছর ধরে ছিল মুসলিম বিশ্বের দারুল খিলাফাহ[1]। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ছিল উম্মতে মুসলিমার ভরসার জায়গা। তুর্কিদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আমাদের উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় ব্যক্তিরাও। 'খেলাফত আন্দোলন' নামে এক সময় বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতেও। মহাত্মা গান্ধীর মতো হিন্দু নেতাও এ আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করেছিলেন। সেসব কথা ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে। এর পর পৃথিবীর অনেক ঘটনা দুর্ঘটনায় ভুলে গেছি আমাদের অতীত। আজ প্রায় একশো বছর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি তুর্কি জাতির নবজাগরণ। নব প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে উঠছে একটি জাতি। একসময় যেখানে আরবি ভাষায় আজান পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল আজ সেখান থেকে ইসলামি নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে মুসলিম উম্মাহ।

খবরের পেছনের খবরটা অধিকাংশ মানুষই দেখতে পায় না। ইতিহাসের পেছনেও ইতিহাস থাকে। তুরস্কের বর্তমান সুন্দর পরিবেশ হুট করেই হয়ে যায়নি। এর জন্য অবদান রয়েছে বেশ কিছু নিভৃতচারী মহান সাধকের। দীর্ঘ সাধনায় যারা চরম বিরূপ পরিবেশেও ধীরে ধীরে ঈমানের চারা রোপন করে গেছেন। ইসলামকে অপছন্দ করা বিভ্রান্ত মানুষের মনের জমিনে কাজ করেছেন নিরবচ্ছিন্ন। চরম হতাশার ভেতরও যারা আশার আলো জ্বালিয়েছেন।

তুর্কি এসব মনীষীর ভেতর অন্যতম ছিলেন শাইখ সাঈদ নূরসী। ১৮৭৮ সালে জন্ম। মৃত্যু ১৯৬০ সালে। একসময় ছিলেন সৈনিক। তারপর তিনি ইসলামের একজন সিপাহসালার হয়ে যান। এই বিরাট সাধক সম্পর্কে বলার প্রয়োজন পড়বে না, পাঠক তার জ্ঞানের সাগরে অবগাহন করলেই বুঝতে পারবেন, কী ঈমানি শক্তি আর ইসলামি প্রেরণায় পূর্ণ ছিল এ মহান জ্ঞান সাধকের মন।

ইমাম গাজালি, ইমাম রাজি, শাতিবি, ইবনু আরাবি, শারানি, সুয়ুতি, শাহ ওলিউল্লাহ দেহলবি, শাহ আবদুল আজিজ দেহলবি, মাওলানা কাসেম নানুতুবি

---

১. উসমানি খেলাফতের মূলকেন্দ্র

প্রমুখ মুসলিম দার্শনিকের সাথেই তিনি তুল্য। তার যুগে উপমহাদেশের বিখ্যাত মনীষী ছিলেন, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানি ও মাওলানা আশরাফ আলি থানবি। বিস্ময়করভাবে এসব মনীষীদের মৌলিক চেতনায় কোনো ফারাক নেই। কেবল ব্যাখ্যা বা ব্যক্ততায় রয়েছে বৈচিত্র্য। তবে আধুনিক মুসলিমদের মনের সংশয় যেভাবে শাইখ নুরসী দূর করেছেন, তা সমকালের অন্য কারও রচনায় দেখতে পাওয়া যায় না। প্রতিটি বাক্য প্রাণ ছুঁয়ে যাবে আপনার। জীবন মৃত্যু, দুনিয়া-আখেরাত, আকাশ-পৃথিবী, আত্মা-বরযখ, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছু আপনার চোখের সামনে রেখে দেবেন। অতীন্দ্রিয় এক ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকবেন শাইখ নুরসির লেখা পাঠ করতে গিয়ে। অনুভব করবেন ঈমানের স্বাদ প্রতিটি লাইনে। ঈমান যে কত মধুময় তা হয়তো এর আগে এভাবে উপলব্ধি করেননি। মুমিন হিসেবে আপনার মনে গর্ব অনুভব করার মতো পাবেন বহু রসদ, পাবেন ঈমান জাগানিয়া অনেক দৃষ্টান্ত ও হেকমতের অমূল্য কথা।

এ বইটি বিশেষভাবে নারীদের জন্য লেখা হলেও নারী-পুরুষ সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন। তবে অবশ্যই মুসলিম নারীর জন্য এটি অবশ্যপাঠ্য একটি বই। প্রতিটি ঘরে এর তালিম হলে সুন্দর পরিবার গড়ে উঠবে। সুন্দর পরিবার থেকে গড়ে উঠবে সুন্দর একটি সমাজ। যারা ইসলামি সমাজের স্বপ্ন দেখেন, তারা রিসালায়ে নুর সিরিজের বইগুলোর প্রচার-প্রসারে অংশ নিতে পারেন।

ফয়জুল্লাহ আমান
১২২৭/বি, হাজীপাড়া, চৌধুরী পাড়া, ঢাকা
amanmufti995@gmail.com

নারীদের ফিতনা.. ৫৯

নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহুবিবাহ প্রসঙ্গ.............. ৬২

একটি সংশয় নিরসন.. ৬৬

শরিয়তের আহকাম দুই ধরনের.. ৬৬

অবিশ্বাসীর ব্যর্থতা ও বিশ্বাসীর সাফল্য রহস্য..................... ৬৮

মহব্বত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন.. ৮২

প্রকৃতিগতভাবেই কি আল্লাহকে ভালোবাসা যায়?........................ ৮২

প্রথম নুকতা.. ৮২

দ্বিতীয় নুকতা.. ৮২

তৃতীয় নুকতা... ৮৮

চতুর্থ নুকতা.. ৯১

নবী ও ওলিদের মহব্বতও অনর্থক হতে পারে?....................... ৯২

নিজেকে ভালোবাসা... ৯৩

স্ত্রীকে ভালোবাসা.. ৯৩

মা বাবার প্রতি ভালোবাসা.. ৯৩

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা... ৯৪

বন্ধু বান্ধবকে ভালোবাসা... ৯৪

নবী ওলির প্রতি ভালোবাসা.. ৯৫

সুন্দরের প্রেম.. ৯৫

যৌবনের ভালোবাসা... ৯৬

পৃথিবীর প্রতি প্রেম.. ৯৭

পরকালের মহব্বত.. ৯৯

ভূমিকা.. ৯৯

প্রথম ইশারা.. ১০০

দ্বিতীয় ইশারা... ১০১

তৃতীয় ইশারা... ১০২

চতুর্থ ইশারা.. ১০২

পঞ্চম ইশারা.. ১০৩

ষষ্ঠ ইশারা.. ১০৩

সপ্তম ইশারা.. ১০৩

অষ্টম ইশারা.. ১০৪

নবম ইশারা... ১০৫

একটি শিশুর মৃত্যুতে তার পিতার প্রতি শোক ও সমবেদনা.......... ১০৭

প্রথম পয়েন্ট... ১০৭

দ্বিতীয় পয়েন্ট.. ১০৮

তৃতীয় পয়েন্ট.. ১১০

চতুর্থ পয়েন্ট... ১১১

পঞ্চম পয়েন্ট... ১১১

চিরকিশোর সম্পর্কে.. ১১৩

বিনীত মিনতি... ১১৪

ফিতরতের প্রয়োজনে.. ১১৬

দীনি বোনদের প্রতি কিছু নসিহত

অনেক এলাকায়ই লক্ষ করলাম নারীদের একাংশ রিসালায়ে নূরের প্রতি খুবই আগ্রহী। আমার রিসালায়ে নূরের পাঠগুলোর প্রতি তারা পরিপূর্ণ আস্থা রাখেন। ইস্পারতার মাদরাসাতুয যাহরায় আমি তৃতীয়বারের মতো এসে জানতে পারলাম, এখানকার দীনি বোনরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যে, আমি যেন নারীদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আলোচনা করি। তাদের আশা, আমি যেন মসজিদগুলোতে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি।

এদিকে আমার অবস্থা করুণ। আমি বেশ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত। সামান্য কথা বলতে, এমনকি চিন্তা করতেও আমার কষ্ট হয়। এরপরেও আজ রাতে আমার মন আমাকে বলল, আজ থেকে পনেরো বছর আগে তুমি যুবকদের পীড়াপীড়িতে তাদের জন্য যুবকদের পথনির্দেশিকা নামে একটি বই লিখেছিলে। বইটি থেকে অনেকেই উপকৃত হয়েছে। অথচ এ যুগে যুবকদের চেয়ে নারীদের এ ধরনের পথনির্দেশিকার আরও বেশি প্রয়োজন।

এই বাস্তববোধের কারণেই আমি অনেক অসুস্থতা, অক্ষমতা, দুর্বলতা সত্ত্বেও আমার প্রিয় দীনি রুহানি বোনদের জন্য খুব সংক্ষেপে কিছু জরুরি কথা তিনটি নুকতায় আলোচনা করব।

প্রথম নুকতা

রিসালায়ে নূরের চারটি বুনিয়াদের গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে শাফকাত।[২] শাফকাত অর্থ মমত্ব। নারীরা রিসালায়ে নুরকে পছন্দ করার কারণ হচ্ছে, এসব রিসালার গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদই হলো মমতা। নারীদের এই স্বভাবজাত গুণের কারণেই যে তারা রিসলায়ে নূরের দিকে ঝুঁকছেন, তা অনেক এলাকায় এখন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

মমতা ও স্নেহ গুণের ভেতর নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার একটা প্রেরণা থাকে। উৎসর্গ করার এই প্রেরণার ভেতর নিজের ইখলাস ও ঐকান্তিকতা প্রস্ফুটিত হয়। ইখলাস বলতে যেখানে চাওয়া পাওয়ার কোনো ধারণা থাকে না।

---

২. রিসালায়ে নূরের চার বুনিয়াদ হলো ইজয, ফাকর, শাফকাত, তাফাক্কুর। এর অর্থ যথাক্রমে আল্লাহর সামনে নিজের অক্ষমতা, অসহায়ত্ব, মমতা-দয়া ও চিন্তা-ফিকির

নিঃস্বার্থভাবে কোনো কিছু করা। এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ নারীরা অনেক বেশি করে। এসব বিবেচনায় বর্তমান স্বার্থপরতার যুগে শাফকাত গুণটির বড়ই প্রয়োজন রয়েছে।

হ্যাঁ, একজন মা পারেন সন্তানের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যে-কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে। কোনো প্রতিদান ছাড়া ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে স্বভাবগত সেবার প্রেরণায় নিজের প্রাণও বিসর্জন করে দিতে পারে নারী। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীদের ভেতর উঁচু স্তরের বীরত্ব রয়েছে। এই বীরত্ব দিয়ে নারী পারে তার সন্তানের দুনিয়ার জীবন এবং মৃত্যুর পরের চিরস্থায়ী জীবন প্রস্তুত করতে। অথচ নারীর এই মূল্যবান, সুন্দর গুণটি কিছু খারাপ পরিবেশের কারণে বিকশিত হতে পরে না। বিকশিত হলেও ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমি যে কথা বললাম, তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা সহজ হবে। মনে করুন, একজন স্নেহপরায়ণ জননী, তার সারা জীবনের লক্ষ্য থাকে সন্তানদের বিপদমুক্ত রাখা। সন্তানকে সব ধরনের ধ্বংস থেকে রক্ষা করা। দুনিয়াতে যেন সব সমস্যা থেকে মুক্ত থাকে, সুস্থ থাকে এবং নিরাপদ থাকে, প্রতিটি মায়ের তার সন্তানের ব্যাপারে এই চেষ্টা-ই থাকে। সে বলে, আমার ছেলে অনেক বড় হবে। সচিব হবে, মন্ত্রী হবে। এ উদ্দেশ্যে সে ছেলেকে ইউরোপে পাঠায়। নিজের সব সহায় সম্পত্তি সন্তানের জন্য ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এত কিছু করে, অথচ সে ভাবেও না যে, তার সন্তানকে পরকালে কত শঙ্কা মুখোমুখি হতে হবে। নারী তার সন্তানকে দুনিয়ার কয়েদখানা থেকে বাঁচাতে ছোটাছুটি করে, অথচ এটা দেখে না যে, তার সন্তান জাহান্নামের কয়েদখানায় প্রবেশ করছে। এটাও খেয়াল করে না যে, সে নিজেই তার সন্তানকে নিজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছে। তার সন্তান কেয়ামতে তার বিরুদ্ধে বাদী হয়ে দাঁড়াবে। হওয়া উচিত ছিল এই, তার আদরের দুলাল হাশরের ময়দানের কঠিন সময়ে তার জন্য সুপারিশকারী হবে। নারীর ভেতর যে মমত্ব—তার দাবি ছিল এমনই। কিন্তু সে এই স্বভাবজাত মমত্বের বিপরীতে সন্তানকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, কদিন বাদেই প্রিয় সন্তান আল্লাহর আদালতে বলে বসবে, হে জননী! তুমিই আমার ধ্বংসের কারণ হয়েছ। বলো, কেন তুমি আমার ঈমান সুদৃঢ় না করে আমায় চিরকালের ধ্বংস গহ্বরে ঠেলে দিলে? আমার ধ্বংসের কারণ কেন হলে তুমি?

এ তো পরকালের কথা। এই পৃথিবীতেও সন্তান যেহেতু ইসলামি মূল্যবোধ অনুসারে বেড়ে ওঠেনি, তাই মায়ের অস্বাভাবিক মমতা আর আদরের কোনো মূল্য দেওয়া শিখে না। সব স্নেহ আর ভালোবাসা বৃথা যায়। সন্তান মায়ের আদরের কোনো হক আদায় করে না।

এই মা যদি তার অসহায় শিশুকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী কয়েদখানা এবং গোমরাহির মৃত্যু থেকে বাঁচাতে মায়ের ভেতরে থাকা সত্যিকারের মমত্বকে কাজে লাগাত, আদর স্নেহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে জানত, তাহলে এই বাচ্চাটি মায়ের মৃত্যুর পর সার্বক্ষণিক সৎকাজের মাধ্যমে মায়ের আত্মায় আলো পৌঁছাত। সন্তানের নেক আমলের সওয়াব তার মায়ের আমলনামায় যুক্ত হতে থাকত। তারপর এই সন্তান আখেরাতে মায়ের বিরুদ্ধে বাদী হবার পরিবর্তে মনপ্রাণ দিয়ে মায়ের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে যেত। চিরস্থায়ী জীবনে এ সন্তান তার মায়ের জন্য বরকতময় সাব্যস্ত হতো।

হ্যাঁ, মানুষের প্রথম শিক্ষক তার মা। প্রতিটি মানুষের ভেতর সর্বাধিক প্রভাব সৃষ্টিকারী শিক্ষক শুধুই এবং শুধুই তার মা। এখানে প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতি রেখে এ বিষয়টি আমি স্পষ্ট করে বলছি। আমি সব সময় এ বিষয়টি অনুভব করি–আমি শপথ করে বলছি, বুনিয়াদি এবং অপরিবর্তনীয় যে শিক্ষা সব সময় সতেজভাবে আমার অস্তিত্বে অনুভব করি, সেটি আমি আমার মরহুম মায়ের কাছ থেকে অর্জন করেছি। আমার এই ৮০ বছর বয়সের জীবনে ৮০ হাজার মানুষের কাছ থেকে কত শিক্ষাই না গ্রহণ করেছি আমি। কিন্তু সেই যে আমার অবুঝ কাঁচা বয়সে আমার আম্মার কাছ থেকে যে শিক্ষা আমি গ্রহণ করেছিলাম, তা আমার স্বভাবের ভেতর বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আমার অস্তিত্বের ভেতর মিশে গেছে সেসব শিক্ষা। এজন্য আমি মনে করি আমার সব শিক্ষার মূলে রয়েছে আমার মায়ের সেই শিক্ষা। মায়ের অসামান্য শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী সব অভিজ্ঞতা এবং সব অর্জন। এক বছর বয়সে আমার মা আমাকে যা কিছু শিখিয়েছিলেন, তা যেন আমার স্বভাব প্রকৃতি আর আত্মায় লীন হয়ে ছিল। সেসব শিক্ষার বাস্তবতা আজ এতদিন পর আমি ৮০ বছর বয়সে এসে উপলব্ধি করতে পারছি। জন্মের পরপর আমার আম্মা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, হয়তো তখন তা আমি বুঝিনি, এখন এসে এক-এক করে তার গভীরে যেন প্রবেশ করছি।

একটি উদাহরণ দিলে পাঠকের বুঝতে সুবিধা হবে।

আমার লিখিত রিসালায়ে নূরের সব আলোচনার মূল বুনিয়াদ বলেছি চারটি বিষয়। এর অন্যতম একটি হলো মমত্ব। আর রিসালায়ে নূরের সব তত্ত্বকথার মাঝে অন্যতম একটি হচ্ছে কোমলতা আর দয়া। এই মমত্ব, কোমলতা, নম্রতা আর দয়া, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এসবই আমি আমার স্নেহপরায়ণ মমতাময়ী দয়াবতী মায়ের বিভিন্ন আচরণ, চাল-চলন এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শিক্ষা থেকে লাভ করেছি।

হ্যাঁ, মায়ের প্রকৃত ত্যাগ আর আন্তরিকতাপূর্ণ মমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে এ যুগে। একারণেই মায়েরা তাদের আদরের প্রিয় নিষ্পাপ সন্তানদের পরকাল নিয়ে ভাবে না। বর্তমান মায়েদের সার্বক্ষণিক চিন্তা থাকে সন্তান কীভাবে পার্থিব জীবনে আনন্দে ও সচ্ছল থাকতে পারে। অথচ এই পার্থিব জীবন কাচের মতো ঠুনকো। খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে এ জীবনের সব চাকচিক্য শোভা। আদরের সন্তানদের কেবল পার্থিব জীবনের খেয়াল রেখে যত আদর আর স্নেহ দেওয়া হয় তার সবই বলা যায় স্নেহের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়।

মায়ের মমতার জন্য মুরগির দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই বোবা ছোট্ট তুচ্ছ প্রাণী, নিজের বাচ্চার প্রাণ রক্ষা করার জন্য নিজের জানের পরোয়া করে না। দুর্বল এই প্রাণী কেবল বাচ্চাকে রক্ষা করতে বাঘের ওপর পর্যন্ত আক্রমণ করে বসতে পারে। এতটাই সাহসী হয়ে ওঠে তখন। এ থেকেই বোঝা যায়, নারীর ভেতর অসীম সাহসিকতা আর বীরত্ব রয়েছে। নারীরা, একমাত্র নারীরাই পারে কোনো স্বার্থ, বিনিময়, ব্যক্তিগত ফায়দা ও লৌকিকতা ছাড়াই নিজেদের সন্তানদের জন্য জীবন বাজি রাখতে।

বর্তমান যুগে ইসলামি তরবিয়ত আর পরকালমুখী আমলের জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বিষয় হচ্ছে ইখলাস। প্রকৃত ইখলাস ও আন্তরিকতার সর্বোচ্চ শিখর নিঃসন্দেহে নারীদের মমত্বগুণের মাঝে বিদ্যমান এবং বীরত্বের মাঝে অটুট থাকে।

বরকতময় নারী জাতির মাঝে মমত্ব ও বীরত্বের এ গুণ দুটি যদি বিকশিত হতে পারে, তাহলে তা ইসলামের গণ্ডিতে বিরাট সৌভাগ্য বয়ে আনতে সক্ষম হবে। মুসলিম উম্মাহর মহা সাফল্যের দুয়ার উন্মোচিত হতে পারে এর মাধ্যমে।

পুরুষের মাঝেও ত্যাগ ও বিসর্জনের প্রেরণা রয়েছে। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে নারীর মতো বিনিময় শূন্য বা নিঃস্বার্থ প্রেরণা হয় না। পুরুষ বিভিন্ন দিক থেকেই প্রতিদানের প্রত্যাশা করতে থাকে। অন্য কোনো বিনিময় না পেলেও সুনাম সুখ্যাতির প্রত্যাশা তো থাকেই।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, এই দুর্বল অথচ কল্যাণের আধার নারী জাতির মাঝেও অনেক সময় রিয়া ঢুকে পড়ে, তবে অন্য আকৃতিতে, এই সমস্যাটি নারীদের ভেতর জন্ম নেয় তাদের অক্ষমতা আর দুর্বলতার কারণে। স্বামীদের জুলুম পীড়ন থেকে বাঁচতে কিছু না কিছু করতে হয়।

দ্বিতীয় নুকতা

এ বছর আমি নির্জনবাস বেছে নিয়েছিলাম। জনসমাগম এড়িয়ে চলতাম। আমার কয়েকজন নূর তলাবা ভাই-বোনের আগ্রহের কারণে দুনিয়ার দিকে ফিরে তাকালাম। আর তখন আমি অধিকাংশকেই পারিবারিক অশান্তির অভিযোগ করতে দেখলাম। এসব অশান্তির কথা শুনে খুব দুঃখ পেলাম। অন্তরের গভীর থেকে দুঃখিত স্বরে বললাম, আহা, এখানেও অশান্তি ঢুকে পড়েছে? পরিবার হচ্ছে মানুষের বিশেষত মুসলিমের ছোট্ট এক পৃথিবী, এই পরিবার তার জন্য জান্নাত, তার সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল। তার ছোট্ট এই দুনিয়াটাও শেষমেশ নষ্ট হয়ে গেল?

পারিবারিক এ অশান্তির কারণ অনুসন্ধান করে আমি জানতে পারলাম, যেমনিভাবে দুয়েকটি সংগঠন যুবকদেরকে অশ্লীলতার প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে বিভ্রান্ত ও নষ্ট করে চলেছে। ঠিক তেমনি এই ষড়যন্ত্রকারীরা খুব প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতিতে কিছু উদাসীন ও অসহায় নারীকে ভুল পথে পরিচালিত করছে। আমি উপলব্ধি করতে পারছি, মুসলিম উম্মাহকে এই দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চলছে। মুসলিম পরিবার ধ্বংস করার মাধ্যমে তারা উম্মতে মুসলিমার ওপর চরম আঘাত হানতে চায়।

এজন্যই আমি আমার যুবতী বোন এবং রুহানি মেয়েদের স্পষ্ট ভাষায় বলব—নারী জাতির দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ এবং নারীর স্বভাবে সুপ্ত থাকা উন্নত গুণাবলিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, ইসলামের সীমার ভেতর থেকে নারীদের দীনি তরবিয়ত করা।